পাটের চেয়ে বেশি।' এলাকার

# মেশিনে উৎপাদনের প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে

এই সময়, কৃষ্ণনগর: সবুজ গোখাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি পাওয়া না গেলে বা গোখাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা গেলে দুশ্চিন্তার আর কোনও কারণ নেই। জমি বা মাটি ছাড়াই উৎপাদন করা যাবে গোখাদ্য। প্রয়োজনীয় ঘাসের বীজ আর জল হলেই হল। বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ মেনে যন্ত্রে তা দিলে ৭-৮ দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে সবুজ গোখাদ্য। যন্ত্রে উৎপাদিত এই সবুজ গোখাদ্য পুষ্টিকরও বলে দাবি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণি ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের নদিয়া মোহনপুর ক্যাম্পাসে এই মেশিনটি বসানো হয়েছে। পোশাকি নাম হাইড্রোপনিকস মেশিন। যাকে গোখাদ্য তৈরির গ্রিন হাউজ বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

৩৬ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া পেল্লাই এই যন্ত্রটি আসলে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি খামার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দুলাল রায় বলেন, 'মেশিনে ভুট্টা, যব, ধানের বীজ দিয়ে শুধু জল দিলেই অল্প দিনে সবুজ গোখাদ্য উৎপাদন করা যাবে। মেশিনে পাইপের মধ্য দিয়ে জল পাঠানোর কৌশলটিও নিয়ন্ত্রিত।' ৬০ কেজি ভুট্টার বীজ প্রতি দিন মেশিনের ৪৮টি ট্রেতে রাখলে ৮ দিন পর থেকে দৈনিক চার কুইন্টাল সবুজ গোখাদ্য মিলবে। মাটি লাগবে না। দিতে হবে শুধু জল। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বলেন, 'এ ভাবে উৎপাদিত সবুজ গোখাদ্যে খনিজ উপাদান-সহ প্রয়োজনীয় সব কিছুই থাকবে।'

প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি গোখাদ্য তৈরির মেশিন — গৌতম ধোনি

১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এই যন্ত্র কিনেছে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খামারের গবাদি পশুদের জন্য এই যন্ত্রে উৎপাদিত গোখাদ্য ব্যবহার করা হবে। আপাতত গবেষক ছাত্ররা তো প্রশিক্ষণ পাবেনই, বাছাই করা কৃষকদেরও এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক শিক্ষক শুভ্রাংশু পাল। তিনি বলেন, 'প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কৃষকরা নিজ খরচে ভবিষ্যতে এ রকম মিনি মেশিন বাজার থেকে কিনতে পারবেন।' যেখানে উন্নত মানের গোখাদ্যের তেমন জোগান নেই, সেখানে এই যন্ত্রটি দুগ্ধচাষিদের কাজে আসবে বলে মনে করছেন প্রাণি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

পৃষ্ঠা-১১

এই সময় ১৮ ই নভেঃ ২০২৫

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia